দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

১৯০৩ পদে নিয়োগের জন্য ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি

চূড়ান্ত সুপারিশের সময় সর্বশেষ কোটানীতি :চেয়ারম্যান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

প্রথম শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ১ হাজার ৯০৩টি পদে নিয়োগ দিতে ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র জমা দিয়ে প্রার্থীদের ইউজার আইডি নিতে হবে। সেই আইডি ব্যবহার করে ১৮ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে টেলিটক মোবাইল থেকে নির্ধারিত নিয়মে এসএমএস করে জমা দিতে হবে পরীক্ষার ফি বাবদ ধার্যকৃত ৭০০ টাকা। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীগণের জন্য ১০০ টাকা ফি ধার্য রয়েছে।

এই বিসিএসে কোটার প্রয়োগ হবে সরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। সরকার আইন দ্বারা কোটার ব্যাপারে যখন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে পিএসসিও ৪০তম বিসিএসের ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে। কেননা কোটা প্রথা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কোটা সংস্কারের ঘোষণা দেয় সরকার। সেই লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কাজ করছে। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের উদ্দেশে আইনগত পরামর্শের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে রেফারেন্স পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সচিব কমিটি।

৪০তম বিসিএসের ব্যাপারে জানতে চাইলে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক ইত্তেফাককে বলেন, বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত পদ/পদসমূহ চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের সময় সরকারের সর্বশেষ কোটানীতি অনুসরণ করা হবে। বর্তমানে কোটায় পদ শূন্য থাকলে তা মেধায় পূরণ করা হয়। ফলে প্রতিটি বিসিএস থেকে এখন পর্যাপ্ত মেধাবী চাকুরি পাচ্ছে। এটি নিয়ে মেধাবীদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই বলে মনে করেন তিনি।

মোট ৮টি বিভাগে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনকারীরা যে ভাষায় পরীক্ষা দিতে আগ্রহী তারা অনলাইনে ফরম পূরণ করার সময়ে তা উল্লেখ করতে হবে। এবারের বিসিএসের মাধ্যমে প্রশাসন ক্যাডারে ২০০ জন, পুলিশে ৭২ জনসহ সাধারণ ক্যাডারে ৪৬৫ জন এবং অন্যান্য ক্যাডার মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৯০৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের প্রার্থী ছাড়া অন্য সব আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ২১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩০ বছর। আর মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও স্বাস্থ্য ক্যাডারের প্রার্থীরা ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও বয়স সীমা হবে ৩২ বছর।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।
ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।
© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত